পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ২৩শ ও ২৪শ সংখ্যা

১৬ই বৈশাখ, ১৩৮২ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৫ ইং : ১৭ই রবিঃ সানী : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
২৮শ বর্ষ
২৩ ও ২৪ শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ সূরা আল-কওসার-এর সংক্ষিপ্ত তফসীর	মুলঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ ও সংকলণঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১
০ হাদিস শরীফ : স্বপ্ন-তত্ত্ব	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ	৪
০ অমৃতবানী : "আল্লাহ্‌র দরবারে বিনীত দোয়া"	হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
০ জুমার খোৎবা : (এস্তেগফার ও সবর)	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ এ, কে, মহিবুল্লাহ্	৭
০ জামাতে আহ্‌মদীয়ার মজলিসে শুরা অনুষ্ঠিত—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ভাষণ	অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৬
০ শুভ-সংবাদ : 'ফজল ও রহমত গণনাতীত'	অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৯
০ বিবাহ-শাদী সমস্যা ও তরবিয়তের গুরুত্ব	বক্তৃতাঃ মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ সংকলণ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	২১
০ বিশেষ দ্রষ্টব্য	বাঃ আঃ আঃ	২৬

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা :

১৬ই বৈশাখ ১৩৮২বাং : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৫ইং : ৩০শে শাহাদাত ১৩৫৪ হিজরী শামসী

সুরা আল-কওসার

সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফ্‌সীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) যে 'কওসার' লাভ করিয়াছিলেন ইহা আরএক ভাবেও প্রমাণিত হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিয়াছিলেন : —রাব্বানা ওয়াবআস ফিহিম রসুলামমিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আইয়াতেকা ওয়া ইউয়াল্লমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কীহিম"।

অর্থাৎ, "হে আমাদের রব! তাহাদের (ইসমাইলের বংশধর) মধ্যে একজন মহামহিমান্বিত রসুল তাহাদের মধ্য হইতে প্রেরণ কর, যিনি তোমার 'আইয়াত' তাহাদের নিকট পাঠ করেন, তাহাদিগকে কেতাব এবং হেকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র ও উন্নত করেন।" (সুরা বাকারাহ্ : ১৩০) এই ইব্রাহীমি দোয়া যেহেতু রসুল করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের ভিত্তি হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, সেইজন্য কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর মাধ্যমে উক্ত দোয়ার পূর্ণতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (যথা, সুরা বাকারা : রুকু ১৫, সুরা আলে ইমরান : রুকু ১৭, সুরা জুমা : রুকু ১ ইত্যাদি)।

উক্ত আয়াত বা দোয়ার মধ্যে বর্ণিত চারিটি বিষয়—যথা (১) আইয়াত পাঠ (২) কিতাব শিক্ষা দেওয়া (৩) হেকমত বা তাৎপর্য শিক্ষাদান (৪) অন্তশুদ্ধি ও উন্নতি সাধন—প্রকৃতপক্ষে সকল নবীরই নির্ধারিত কাজ বা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সুরা কওসারের মধ্যে এ দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর উক্ত দোয়া রসুল করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে না শুধু পূর্ণ হইয়াছে বরং উহাতে বর্ণিত প্রত্যেকটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যে হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ)-কে চরম কমালিয়ত বা কওসার দান করা হইয়াছে। অন্যান্য সকল নবীর তুলনায় নবুয়তের উক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলীর প্রত্যেকটিতেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অতুলনীয় মর্যাদা দান করা হইয়াছে।

"ইয়াতলু আলাইহিম আইয়াতিকা" (তিনি তাহাদিগকে আইয়াত শুনাইবেন) এর মধ্যে উল্লিখিত 'আইয়াত' শব্দের দ্বারা ইলাহী মা'-রেফাত ও গুরুত্ব পূর্ণ ধর্মীয় বিষয় সকল বুঝাইতে সহায়ক যুক্তি ও শাস্ত্রগত প্রমাণাদিকে যেমন বুঝায়, তেমনি মো'জেযাত (অলৌকিক ক্রিয়া বা ঐশী নিদর্শনাবলী)-ও ইহার অন্তর্ভুক্ত, যদ্বারা যুক্তি ভিত্তিক জ্ঞান (এলমুল-একীন) প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে(—আইনুল একীনে) এবং অভিজ্ঞতা মূলক জ্ঞানে (—হক্কুল একীনে) পরিণত হয়।

খোদাতায়ালা, ফেরেশ্‌তা, নবী-রসুল, কাযা ও কদর এবং পুনোরুত্থান বা পরকাল সম্বন্ধে সকল এলহামী বা ঐশী গ্রন্থে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু (১) আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ, তাঁহার সেফাত বা গুণাবলীর পরিচয় ও বিশ্লেষণ, উহাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্য পূর্ণ সম্পর্ক, (২) ফেরেশ্‌তাগণের অস্তিত্বের প্রমাণ, তাহাদের কার্য এবং খোদাতায়ালা ও বান্দাগণের সহিত তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, (৩) নবীগণের কাজ, নবুওতের সংজ্ঞা, . তাঁহাদের আগমণ বা আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, সত্যতার প্রমাণ ও মাপকাঠি, তাঁহাদের মকাম ও মর্যাদা এবং খোদাতায়ালা ও বান্দাগণের সঙ্গে তাঁহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, (৪) কাযা ও কদর এবং তদবীরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, কাযা ও কদরের উদ্দেশ্য এবং উহার গণ্ডী কি এবং খোদাতায়ালার কর্তৃত্ব মানুষের সকল কাজ-কর্মেই কি বিদ্যমান? না, শুধু কোন কোনটিতেই ক্রিয়াশীল? যদি শুধু কোন কোনটিতেই ক্রিয়াশিল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিভাবে জানা যাইবে যে, কোন-টিতে ক্রিয়াশীল এবং কোনটিতে ক্রিয়াশীল নয়? উল্লিখিত সমগ্র বিষয়ে অন্যান্য সকল ঐশী গ্রন্থ নীরবতার ভূমিকাই পালন করিতেছে কিন্তু কুরআন করীম উহাদের উপর বিস্তা-রিত ও সম্যক আলোকপাত করিয়াছে। পুনোরুত্থান বা পরকাল (বা'স বা'দাল মৌত) সম্বন্ধে তো বেদ এবং বাইবেল নিরব রহিয়াছে, পারসী ধর্ম গ্রন্থ জেন্দা-বেস্তা কিছুটা বর্ণনা

করিলেও পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছে। বাইবেল পার্থিব জীবনকে-লইয়াই সমস্ত জোর ব্যয় করিয়াছে এবং আখেরাতের কথা বাদ দিয়াছে। কিন্তু কোর-আন মজীদ পরকালের প্রমাণ, উহার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য, শাস্তি ও পুরস্কারের লক্ষ্য ও তাৎপর্য, ইহলৌকিক জীবন ও পরলৌকিক জীবনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পার্থিব জীবনের সকল ক্ষেত্রের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত ও সামগ্রীক ভাবে আলোকপাত করিয়াছে। তেমনি ভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবন ছিল মূর্তিমান কোরআন, উহার সকল শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন। (ক্রমশঃ)

আধুনিক ও উৎকৃষ্টমানের বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

ন্যাশনাল কেবল ইণ্ডাষ্ট্রিস

২৪, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম

ভক্সওয়াগন গাড়ীর যন্ত্রাংশের জন্য

এন, করপোরেশন

১৬৮৪, শেখ মুজিব সড়ক

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৩৯৩২ কেবল—"অর্টোস"

আহমদ শীপার্স এণ্ড ট্রেডার্স

৮, কাতালগঞ্জ রোড

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৫৪২৮

হাদিস শরীফ

স্বপ্ন-তত্ত্ব

১। যে আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, সে সত্যই আমাকে দেখিয়াছে, কারণ শয়তান আমার প্রতিকৃতি ধারণ করিতে পারে না।

(আবু হোরেরা—বুখারী ও মুস্লেম)

২। পবিত্র স্বপ্ন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসে এবং মিথ্যা স্বপ্ন শয়তানের নিকট হইতে আসে। সুতরাং তোমরা যখন এরূপ স্বপ্ন দেখ, যাহা তোমাদের ভাল লাগে, তখন উহা বন্ধু ব্যতিরেকে অন্যের নিকট প্রকাশ করিও না এবং যখন অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখ, তখন উহার অকল্যাণ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর এবং শয়তানের অকল্যাণ হইতেও এবং তিন বার মুখ ফিরাও (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় গ্রহণের পর উহাকে মন হইতে সম্পূর্ণ-রূপে মুছিয়া দাও) এবং উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, নচেৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

(আবু কাতাদা—বুখারী ও মুস্লেম)।

৩। যখন মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসে, তখন মোমেনের স্বপ্ন কচিৎ মিথ্যা হয় এবং সত্য স্বপ্ন নবুওতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ এবং (শরিয়ত বাহী) নবুওতের কিছুই বাকী নাই,—কারণ সে (মোমেন) মিথ্যা বলে না। (আবু হোরেরা)। মোহাম্মদ ইবনে সীরীন বলিয়াছেন, স্বপ্ন তিন প্রকারের, যথা—(১) নিজ মনের কথা (২) শয়তানের ভীতি প্রদর্শন এবং (৩) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সুসমাচার। যে এমন স্বপ্ন দেখে, যাহা তাহার ভাল লাগে না, সে যেন উহা কাহারও নিকট না বলে। উঠ এবং নামায পড়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে তিনি স্বপ্নে পিপাসার্ত হওয়া অপছন্দ করিতেন এবং কয়েদ (বন্দী) হওয়া পছন্দ করিতেন। বর্ণিত হইয়াছে যে বন্দী হওয়ার অর্থ ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। (বুখারী ও মুস্লেম)।

৪। এক ব্যক্তি আসিল এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমার মস্তক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ) হাসিলেন এবং বলিলেন, যখন ঘুমের মধ্যে শয়তান তোমাদের মধ্যে কাহাকেও লইয়া খেলা করে, তখন সে যেন মানুষের নিকট ইহা প্রকাশ না করে।

(জাবের—মুস্লেম)।

৫। আমি (হযরত রসুল করীম সাঃ) এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমরা উকবা বিন রাফে'র দরজায় আছি এবং ইবনে তাবার খেজুরের মধ্য হইতে তাজা খেজুর আমাদের জন্য আনা হইয়াছে। আমি (হযরত) ইহার অর্থ করিলাম, আমাদের জন্য ইহলোকে রিফ-আত (সম্মান ও মর্যাদা) এবং পরলোকে শান্তি এবং নিশ্চয় আমাদের ধর্ম 'তাবা' (পবিত্র ও রুচিকর)। (আনাস—মুস্লেম)।

৬। আমি (হযরত রসুল করীম সাঃ) স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমি মক্কা হইতে এক খেজুর গাছের দেশে হিজরত করিতেছি। আমি ধারনা করিলাম ইহা ইয়ামামা কিম্বা হজর হইবে। কিন্তু দেখা গেল ইহা মদিনা ইয়াসরাব হইল। এই স্বপ্নে আমি (হযরত সাঃ) দেখিলাম, আমি তরবারী ধার দিতেছিলাম কিন্তু মধ্যখানে ইহা ভাঙিয়া গেল। পরে দেখা গেল এই বিপদ (পরাজয়) মোমেনগণের উপর ওহোদের যুদ্ধে ঘটিল। অতঃপর আমি আর একটি তরবারী ধার দিতে লাগিলাম। ইহা পূর্বের চেয়ে তেজ হইয়া গেল। দেখা গেল আল্লাহ ইহার দ্বারা মোমেনগণের জন্য বিজয় ও একতা আনয়ন করিলেন। (আবু মুসা—বুখারী ও মুস্লেম)।

৭। আমি (হযরত সাঃ) ঘুমের মধ্যে দেখিলাম, পৃথিবীর সকল সম্পদ আমার সামনে আনা হইয়াছে এবং দুইটি সোনার বালা আমার হাতে পরান হইল। এ গুলি আমার বড় ভারি বোধ লইল। আমার নিকট ওহী হইল, আমি যেন ওগুলি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিই। অতঃপর আমি ফুঁ দিলাম এবং সেগুলি উড়িয়া গেল। উভয়কেই আমি মিথ্যাবাদী বলিয়া তাবীর করিলাম, যাহাদের মধ্যে আমি অবস্থান করিতেছিলাম। একজন সানয়ার শাসন-কর্তা এবং অপর জন ইয়ামামার শাসনকর্তা। অপর এক বর্ণনায় আছে, একজন হইল ইয়মামার শাসনকর্তা মোসায়লেমা এবং অপর জন সানয়ার শাসনকর্তা আসওয়াদ আনসী।

(আবু হোরেরা—তিরমিযি)।

৮। উম্মুল আলা আনসারিয়া বলিয়া-ছেন, তিনি এক স্বপ্নে দেখেন উসমান বিন মযউনের (রাঃ) জন্য এক প্রবাহমান নদী। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করিলে, তিনি বলেন যে উহা তাহার আমল, যাহা তাহার জন্য প্রবাহমান। (বুখারী)।

অনুবাদ—মোঃ মোহাম্মাদ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আল্লাহর দরবারে বিনীত দোয়া

"হে আমার কাদের (সর্বশক্তিমান) খোদা ! তুমি জান যে, অধিকাংশ লোকে আমায় গ্রহণ করে নাই, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়াছে, আমার নাম কাফের, কাজ্জাব ও দজ্জাল রাখিয়াছে, আমাকে গাল-মন্দ দিয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকার মর্মপীড়া দায়াক কু-কথা দ্বারা আমাকে উত্যক্ত করিয়াছে। আমার সম্বন্ধে ইহাও বলা হইয়াছে যে, "এই ব্যক্তি হারাম ভক্ষণকরী, মানুষের অর্থ আত্মসাৎকারী, ওয়াদা বরখেলাপকারী, অধিকার হরণকারী, মানুষকে গাল-মন্দ দানকারী, অঙ্গীকার ভঙ্গকরী, নিজ স্বার্থের জন্য অর্থ সংগ্রহ কারী, দুষ্কৃতিকারী এবং নরঘাতক"। এই সমস্তই সেই সকল কথা যাহা আত্মাভিমানী ব্যক্তিরা আমার সম্পর্কে বলিয়াছে, যাহারা নিজেকে মুসলমান বলিয়া থাকে এবং উত্তম, বুদ্ধিমান ও পরহেজগার বলিয়া মনে করে। তাহাদের অন্তর কথাতেই যেন বিশ্বাসী যে, যাহা কিছু তাহারা আমার সম্বন্ধে বলিতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা যেন সত্য কথাই বলিতেছে, এবং তাহারা তোমার পক্ষ হইতে প্রদর্শিত শত শত ঐশী নিদর্শন দেখা সত্বেও গ্রহণ করে নাই। তাহারা আমার জামাতকে অত্যন্ত হেয় নজরে দেখে। তাহাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তিই যে বদজবানী করিতেছে, মনে করে, সে বড়ই সওয়াবের (পূণ্য) কাজ করিতেছে সুতরাং হে আমার প্রভো ! কাদের খোদা ! এখন তুমিই আমাকে পথ বলিয়া দাও এবং এমন কোন নিদর্শন প্রদর্শণ কর যদ্বারা তোমার সদচেতা বান্দাগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ও দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিতে পারে যে, আমি তোমার মনোনীত পুরুষ। সেই নিদর্শনের দ্বারা তাহাদের ঈমান যেন মজবুত হয় ও তাহারা তোমাকে যেন চিনিতে পারে এবং তোমাকে ভয় করে এবং তোমার এই বান্দার হেদায়েত ও নির্দেশানুযায়ী তাহাদের মধ্যে এক পবিত্র পরিবর্তন সূচিত হয় এবং পৃথিবীর বুকে তাহারা যেন পবিত্রতা এবং পরহেজগারীর উচ্চ আদর্শ ও উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করে এবং প্রত্যেক সত্যান্বেষীকে নেকী ও পূণ্যের দিকে আকৃষ্ট করে এবং এইভাবে জমিনের উপর বসবাস করী সকল জাতি, যেন তোমার কুদরত ও মহিমা এবং তোমার জালাল ও প্রতাপ দার্শন করে এবং উপলব্ধী করে যে, তুমি তোমার এই বান্দার সহিত আছ।" [এশতেহার, ৫ই নভেম্বর, ১৮৯৯ ইসাব্দ]

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৪ই জুন ১৯৭৪ইং মসজিদে আকসায় রবওয়াহ্ মকামে প্রদত্ত]

খোদাতায়ালার হেফাজত ও নিরাপত্তা লাভ করার জন্য উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নিদ্রা ও জাগ্রতাবস্থায় এস্তেগফার করতে থাক। এমনভাবে দোয়া করতে থাক যেন তোমাদের নিদ্রা ও নীরবতার সময়ও এস্তেগফারের মধ্যে গণ্য হয়। খোদাতায়ালার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হও, তাঁর আঁচল পরিত্যাগ করো না। তারপর অবলোকন কর তিনি কোন পথে নিজ ভালবাসা তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন। কাউকেও কষ্ট দিওনা, কাউকেও বদ দোয়া করোনা, কেননা দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য আমাদের জমাতকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাশাহ্হুদ, তায়াউজ-এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর হুযুর বলেন :—

আমাদের 'রব' রাব্বুল আলামীন, বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে সবই খোদতায়ালা সৃষ্টি করেছেন। যাকে যে উদ্দেশ্যে এবং যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তদনুযায়ী তাকে আকৃতি প্রকৃতি ও শাক্তি দান করেছেন। কিন্তু মানুষ ব্যতীত কোন সৃষ্টিই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করার শক্তি এবং যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই। ফেরেস্তাদেরকেও এ শক্তি দেওয়া হয় নাই, মাত্র মানুষ অথবা কোরআনে আমরা সন্ধান পেয়েছি, মানুষের অনুরূপ স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পন্ন অস্তিত্ব, উহা এ পৃথিবীতে বসবাস করুক বা অন্য কোন গ্রহে বাস করুক, তাকে আল্লাহ তায়ালা আধাত্মিক উন্নত মর্যাদা লাভ করার শক্তি দান করেছেন, যা অপর কোন সৃষ্টিকে দেন নাই। আল্লাহতায়ালার রুবুবীয়াতের ছেফাত প্রকাশের সম্পর্ক মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টি জীবের সঙ্গেও রয়েছে। যথা, আম গাছের জীবিত থাকা ও বৃদ্ধি লাভ করার এবং উত্তম ফল দিবার জন্য আল্লাহ-তায়ালার রহমতের প্রয়োজন আছে। এবং একজন মানুষের জন্যও উহার প্রয়োজন আছে। আল্লাহ-তায়ালার ছেফাতের এক সে সকল প্রকাশ আছে যাতে মানুষ এবং অপর জীব সবই শামিল, আর এক ছেফাতের প্রকাশ এমন আছে যা শুধু মানুষের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে। অপর জীবের সঙ্গে উহাদের সম্পর্ক নাই।

মোট কথা, আল্লাহ-তায়ালা মানুষকে চরম উন্নতির জন্য যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন। সাধারণ ভাবে আমাদের পরিভাষায় এ-ভাবেও বর্ণনা করা হয়—মানুষ যেখানে যেতে পারে ফেরেশতারাও সেখানে পেঁৗছতে পারে না। যেখানে আল্লাহ-তায়ালা মানুষকে এরূপ শক্তি এবং যোগ্যতা দান করেছেন যে, মানুষ আধ্যাত্মিক মর্যাদায় ফেরেশতাদেরও উপরে যেতে পারে, সেখানে আল্লাহ-তায়ালা তার

স্বভাবের মধ্যে স্বাধীনতাও

দিয়েছেন। তাকে 'স্বাধীন স্বত্বা' করে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ যদি মানুষ চায় তা হলে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় যেতে পারে, আর যদি আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় পেঁৗছতে না চায় তা হলে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে অবনতির চরম সীমায়ও নেমে যেতে পারে। এ দূর্বলতাকেই আমরা মানব-সুলভ দুর্বলতা বলে থাকি।

প্রকৃত পক্ষে মানুষের প্রত্যেক শক্তি তাকে আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং সেই উন্নত স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায় যেখানে খোদাতায়ালার অপর কোন সৃষ্টি পেঁৗছতে পারেনা। মানুষ আল্লাহতায়ালার এত প্রীতিভাজন হতে পারে, অন্য কোন সৃষ্টির জন্য উহা লাভ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যেহেতু মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সেহেতু যদি সে নিজের এ শক্তি অন্যায় রূপে ব্যবহার করে তা হলে সে অবনতির গভীর অতল তলে তলিয়ে যাবে! এ তার দুর্বলতা।

অতএব আল্লাহতায়ালা এক দিক দিয়ে মানুষকে চরম উন্নতির শক্তি ও যোগ্যতা দান করে তার প্রকৃতিকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। অপর দিকে তিনি তাঁর অন্যান্য সৃষ্টিকে বলেছেন, দেখ! আমার বান্দা স্বাধীন স্বত্বা হওয়া সত্তেও যদি আমার জন্য সাধনা না করতো তা হলে তার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা ছিলনা। কিন্তু সে আমার প্রেমে বিলীন হয়ে আমার জন্য যাবতীয় সাধনা করেছে, সে নিজের আত্ম শুদ্ধির জন্য সাধনা করেছে, নিজ পরিবেশকে প্রিয় ও সুন্দর করার জন্য বহু চেষ্টা করেছে এবং খোদাতায়ালা ও হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহেওসাল্লামের জন্য পৃথিবীর আন্তঃকরণ জয় করার প্রচেষ্টায় সর্বতো ভাবে আত্ম নিয়োগ করেছে ; যদিও তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, সে স্বাধীন স্বত্বা ছিল, যদি সে ইচ্ছা করতো তা হলে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে তার শক্তি ব্যয় না করে অন্যায় পথে ব্যয় করার অধিকার বা এখতেয়ার ছিল, তথাপি সে এ রূপ করে নাই। এবং আমার প্রেম ও সন্তুষ্টি অর্জন করেছে। সাধারণতঃ যাকে আমরা মানব সুলভ দুর্বলতা নামে অভিহিত করি তা ইহা ব্যাতিরেকে আর অন্য কোন দুর্বলতা নয়, অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় শক্তি তাকে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির চরম পর্যায় - পর্যন্ত পেঁৗছিয়ে আল্লাহ-তায়ালার ভালবাসা অর্জনের জন্য বেশীর চেয়ে বেশী সুযোগ লাভ করতে পারে, এবং এ

শক্তি গুলিই আবার কোন সময় তার জন্য দুর্বলতাও এনে দেয়। কারণ যখন এ শক্তির সঠিক ব্যবহার না হয় অথবা যথাস্থানে ব্যবহার না হয় অথবা সময়োপযোগী ব্যবহার করা না হয়, অথবা সে সকল শক্তির কর্ষন ও ঘর্ষণ না হয়, অর্থাৎ কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা প্রত্যেক বিপদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে সত্য পথে অর্থাৎ সেরাতে মোস্তাকীমে চলার জন্য তরবিয়ত দেয়া না হয়, তা'হলে মানুষ অবনতীর দিকে ধাবিত হবে।

অতএব যে সব শক্তি মানুষকে দেওয়া হয়েছে, যাকে আমরা আধ্যাত্মিক শক্তি নামে অভিহিত করে থাকি সে সব শক্তি সমষ্টিগত ভাবে খোদা তায়ালার গুণাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, যাদের কথা কোরআন করীম আমাদের সামনে বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ আমাদের কিছু শক্তি খোদাতালার রবুবীয়াতের হেফাতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, কিছু শক্তি রহমানীয়াতের হেফাতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আমাদের কতক ক্ষমতা রহীমীয়াতের হেফাতের সহিত সম্পর্ক রাখে, আমাদের কতক শক্তি মালেকিয়াতে ইয়াওমিদ্দীনের সহিত সম্পর্ক রাখে, কিছু আবার আল্লাহ তায়ালার মাগফেরাতের হেফাতের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং কিছু খোদা তায়ালার হাই ও কাইয়ুম হেফাতের সহিত সম্পর্ক রাখে। মানুষের শক্তিগুলি, যা তার সীমাবদ্ধ বৃত্তের মধ্যে রয়েছে, এবং স্বীয় যাবতীয় শক্তি দ্বারা, যা তাকে খোদা তায়ালার রঙ্গে রঙ্গীন হবার জন্য দেওয়া হয়েছিল, তদনুযায়ী সে যদি খোদা তায়ালার রঙ্গে রঙ্গীন না হয় এবং শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়, শয়তানের স্বভাব গ্রহণ করে, তা হলে উন্নতির জন্য তাকে যে শক্তি দেওয়া হয়েছিল তা তার অবনতি ও দুর্ভাগ্যের এবং খোদা তালার অভিশপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মোট কথা, সেই যাবতীয় শক্তি যার সম্পর্কে আমরা বলেছি যে তা শুধু মানুষকে দেওয়া হয়েছে, অপর কোন সৃষ্টিকে দান করা হয় নাই, যে সব শক্তি দ্বারা আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি এবং ভালবাসা অর্জন করা হয়, যাহা খোদা তায়ালার কোন না কোন গুণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, যার কথা কোরআনে বর্ণিত আছে, যখন এ সব শক্তির অপব্যবহার হবে এবং যখন মানুষের প্রচেষ্টা এবং তার জীবন আল্লাহতায়ালার রঙ্গে রঙ্গীন না হবে, মানব নৈতিকতার উপর যখন খোদাতায়ালার নূরের চাদর না থাকবে, যখন নূর থাকবে না তখন অন্ধকার হবে, যখন খোদাতায়ালার ভালবাসা হবেনা তখন তাঁর অভিশাপ হবে। সর্বাবস্থায় মানুষের জন্য এ আশঙ্কা রয়েছে। যেখানে আল্লাহতায়ালা মানুষের চরম উন্নতির জন্য উপকরণ দান করেছেন, সেখানে এসব উপকরণ তার জন্য আশংকাও সৃষ্টি করে দেয়। যথা, মানুষের যে সব যোগ্যতা রবুবীয়াতের

গুণের সঙ্গে সম্পর্কিত, যদি তার সে সব যোগ্যতা খোদাতায়ালার রবুবীয়াতের রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে কাজ না করে তাহলে সে খোদাতায়ালার স্নেহের ক্রোড়ে বসার পরিবর্তে অধঃপতনের দিকে চলে যাবে। এ ভাবে প্রত্যেক শক্তি, যা তার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ছিল তা তার জন্য মানবীয় দুর্বলতা হয়ে যাবে। এ মানবীয় দুর্বলতা হতে নিরাপদে থাকার উদ্দেশে আল্লাহতায়ালা আমাদের পথ পদর্শনের জন্য মহান এবং অতিব সুন্দর শরীয়াত ও হেদায়েতের মধ্যে উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হল এস্তেগফার। এর অর্থ হল যে আল্লাহতায়ালার নিকট এ দোয়া করতে হবে যে, তিনি যেন আমাদের স্বভাবকে স্বীয় আশ্রয় দান করেন। কারণ তাঁর সহায়তা ব্যতীত আমাদের প্রকৃতি উর্দ্ধগামী হতে সক্ষম হবে না। বরং অবনতি ও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হবে।

এস্তেগফারের দুইটি অর্থ আছে। হযতর মসিহ মওউদ (আঃ) উহাদের উপর খুব পরিষ্কার ভাবে আলোকপাত করেছেন। এস্তেগফারের এক অর্থ হল যে, ক্ষমাপ্রাথনাকারী আল্লাহতায়ালার কাছে এ দোয়া করে যে, হে আমার প্রভু! আমি যে ভুল এবং অন্যায় করেছি তা তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও এবং আমায় তার কু-প্রভাব ও তার মন্দ পরিণাম হতে নিরাপদে রাখ। সাধারণতঃ এ অর্থেই সাধারন মানুষের জন্য 'মাগফেরাৎ' এবং 'গফর' ও 'এস্তেগফার' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে সে সৃষ্ট সকল মানুষও জন্ম লাভ করেছেন, যাঁদেরকে তাঁদের মর্যাদানুসারে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে পবিত্র ও নিষ্পাপ বানানো হয়েছে এবং সকল পবিত্র গণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন আমাদের প্রিয় প্রভু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। ইহা সত্ত্বেও যে, তাঁর প্রত্যেক শক্তি যা তাঁকে উর্দ্ধ দিকে উড্ডয়ন করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, কখনও নিম্নদিকে আকৃষ্ট হয় নাই, তবুও কোরআন তাঁকে এস্তেগফার করার জন্য বলেছে। অতএব এস্তেগফারের কথা যে প্রসংগে কোরআন করীম বলেছে উহা দু'টি বিভিন্ন অর্থে বলা হয়েছে। যেখানে এ শব্দ (এস্তোগফার) নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে সেখানে কখনও এ অর্থ হতে পারেনা যে, নাউজুবিল্লাহ, তাঁকে খোদাতায়ালা যে সব শক্তি তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য উর্দ্ধ দিকে উড্ডয়ন করতে দিয়েছিলেন তিনি সে সব শক্তি সঠিক ভাবে ব্যবহার করেন নাই। এ অর্থ কখনও হতে পারেনা। কারণ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যিনি পবিত্রগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর সম্পর্কে একথা এ অর্থে না ব্যবহৃত হতে পারে, না, অন্যান্য সে বুজুর্গাণের সম্পর্কেও এ অর্থে এ কথা বলা যেতে পারে, যাঁরা খোদাতালার পবিত্রতারও রক্ষনাব্যক্ষণের ছায়ার নীচে আছেন। যথা, অন্যান্য সকল নবী এবং আরও যাঁরা আছেন এবং যাঁরা ভবিষ্যতে হবেন—

ভবিষ্যতেও যাঁদের হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যাঁরা আছেন ইহা আমি এ জন্য বলি যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাগনের অন্তর্গত এমন দলও আছেন যাঁদের সম্পর্কে সুসংবাদ পেয়ে নবী করীম (সাঃ) বেহেস্তী হবার সংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, তাঁদের যা খুশী তাই করুন তাঁরা বেহেস্তে যাবেন। যা খুশী তাই করার অর্থ এ নয়যে, কারো প্রাণ অন্যায় ভাবে বধ করবেন, কারো অর্থ হরণ করবেন এবং অসততা অবলম্বন করবেন ইত্যাদি। এর অর্থ এই যে তাঁরাও নবী করীম (সাঃ) এর সাহচর্যে ও তরবিয়তে এসে এ মোকামে পৌছেছেন যে, যে-সব শক্তি ও যোগ্যতা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে চরম উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য সহায়ক হয়, সে শক্তি সমুহ বিপরীত দিকে, অর্থাৎ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতেই পারে না। এজন্য যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর পবিত্র শক্তির অনুকম্পায় তাঁরা পূর্ণ শুদ্ধি ও তরবিয়ত লাভ করেছেন। কিন্তু এস্তেগফারের আরো একটি অর্থ আছে। তা এই যে আল্লাহ-তালার নিকট এ দোয়া করা যে হে আমাদের প্রভু! যেসব যোগ্যতা এবং শক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের এবং তোমার সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আমাদেরকে দিয়েছিলে আমাদের স্বাধীনতা দান করে, (যাহা ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয় নাই, মানুষকেই স্বধীনতা দেওয়া হয়েছে) তুমি আমাদের যাবতীয় শক্তিকে আমাদের মানবীয় দুর্বলতায় পর্যবষিত করে দিয়েছ। আমরা দুর্বলা, আমরা অসহায়দেরকে স্বাধীনতা দিয়েছ এবং স্বাধীনতা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করার জন্য দিয়ে ছিলে কিন্তু এর ফল এ দাঁড়িয়েছে যে, তোমার দানকৃত যাবতীয় শক্তি এবং যোগ্যতা তা আমাদের জন্য মানবীয় দুর্বলতা হয়ে পড়েছে। হে আমাদের প্রভু! এ কারণে আমাদের মানবীয় দুর্বলতার মন্দ পরিণাম হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখ, এবং তুমি আমাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং স্বীয় ভালবাসা লাভের জন্য যে সব শক্তি দান করেছ তা যেন সর্বদা এ ভাবে পরিচালিত হয় যাতে আমরা আত্মিক উন্নতি ও মর্যাদা লাভ করতে পারি এবং তোমার প্রেম লাভে সক্ষম হই। অতএব মানুষের জন্য আবশ্যক যে, যদি সে নিজকে নিজে মানুষ মনে করে, তাঁর দাস মনে করে, যদি সে আল্লাহ-তালার মা'রেফাত অর্জন করে থাকে এবং সে অবগত থাকে যে, আল্লাহ-তালা তাকে স্বীয় ভালবাসার জন্য সৃষ্টি করেছেন, এবং উন্নত মর্যাদা লাভের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা হলে উঠতে বসতে 'এস্তেগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করা কর্তব্য। কারণ যেমন আমি বলেছি যে, যাবতীয় শক্তি এবং যোগ্যতা, যা উন্নতির দিকে নিয়ে যায়, স্বাধীন সত্বা হওয়ার দরুন উহা আমাদের দর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য 'মাগফেরাতের' অর্থ এই যে, আমরা আল্লাহতায়ালার নিকট

দোয়া করি, তিনি যেন তাঁর মহা অনুগ্রহে আমাদের মানব সুলভ দুর্বলতাকে আচ্ছাদিত করেন, তিনি যেন আমাদের প্রকৃতিকে স্বীয় শক্তির দ্বারা পৃষ্ঠা-পোষকতা দান করেন। আমাদের প্রতি দয়া করেন এবং আমাদেরকে এ শক্তি দেন যে, আমরা স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও যেন আমদের শক্তি এলাহী মর্জী মোতাবেক আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পথে ব্যয় করতে সক্ষম হই। তাঁর নৈকট্য লাভের পথে অগ্রসর হতে থাকি। প্রত্যহ যেন আরও অধিক ভালবাসা লাভ করতে পারি। কখনও যেন উদাসীন হয়ে, শীথিল হয়ে, অমনযোগী হয়ে, অসাবধান হয়ে, কখনও অজ্ঞানে এবং কখন ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ হ'তে উদাসীন না হই। এ সবশক্তি আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভের জন্য দেয়া হয়েছে, অবনতির জন্য দেওয়া হয় নাই। মোট কথা, খোদা তালার নিকট এ দোয়ায় নিয়ত রত থাকা কর্ত্তব্য যে, হে খোদা। তুমি আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছ, কিন্তু আমরা তোমার নিকট শক্তি কমনা করি, তুমি আমাদেরকে স্বীয় মাগফেরাতের চাদরে আচ্ছাদিত করে রাখ এবং আমাদেরকে শক্তি দান কর যে, সে সব শক্তি, যা আমাদেকে এ-জন্য 'দান করেছিলে যে, উহাদের উপর যেন তোমার গুণের রং লেগে রঞ্জিত হয়, তোমার নূরের চাদরে আচ্ছাদিত থাকে, এবং এভাবে প্রত্যেক শক্তি তোমার কোন না কোন গুণের আশ্রয়ে এসে যায়, এবং যাবতীয় শক্তি যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ তা যেন আমাদের আত্মিক উন্নতি ও মর্যাদা লাভের উপকরণ হয়। উহা আমাদেরকে আকাশে নিয়ে যেন জমিনে ফেলে না দেয়। কারণ যে যত উর্দ্ধে আরোহন করে তার জন্য তত আশঙ্কাও হয় যে, সে নীচে পড়ে গেলে তার হাড় পিষে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি দু'ফুট উপর থেকে পড়ে, তার জন্য এত বিপদ নয় যে ব্যক্তি হাজার ফুট উপর থেকে পড়বে। যথা উড়ো জাহাজ পড়ে গেলে তার জন্য ভীষণ আশংকা। এ ভাবে যে ব্যক্তি প্রথম আসমান হতে পড়ে যায় তার জন্য আরো ভীষণ আশংকা, কিন্তু যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে করতে দ্বিতীয় আকাশে আরোহন করে, তৎপর শয়তানের সংগে সংগ্রাম করে পরাভূত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় তার জন্য আরো বেশী আশংকা, তৃতীয় আকাশে আরোহণ কারীর জন্য আরো বেশী আশংকা। চতুর্থ আকাশে আরোহণ কারীর জন্য আরো অধিক আশংকা আছে। এভাবে পঞ্চম ও ষষ্ট আকাশে আরোহণ কারীর জন্য আরো বেশী আশংকা রয়েছে। এবং যেমন নবী করীম (দঃ) বলেছেন হে জনগণ, যাদেরকে আমার দিকে আরোপ করা হচেছ এবং আমার উম্মতের অন্তর্গত ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি বিনয় নম্রতা অবলম্বন করবে, এবং বিনম্র ভাবে চলে যে ব্যক্তি বিনয়

ও শিষ্টাচারকে নিজ স্বভাবে পরিণত করবে তার জন্য আল্লাহ-তায়ালার অঙ্গীকার, যে তিনি তাকে সপ্তম আকাশে উন্নত স্থান দিবেন। কিন্তু যেখানে এ সুসংবাদ দিয়েছেন সেখানে এ ভয়ও রয়েছে, খোদা না করুন! খোদা না করুন! যদি আমাদের মধ্য হতে কেহ নীচে পড়ে যায়, তা হলে তার (ভগ্নদেহের)রেনু দূরবীক্ষন যন্ত্র দ্বারাও দেখা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তালা আমাদের নিরাপদে রাখুন। অতপর আমি যেরূপ বলেছি, খোদাতায়ালার নিরাপত্তায় আসার জন্য এস্তেগ-ফারের আবশ্যক আছে। এ জন্য তোমরা উঠতে বসতে সর্বাবস্থায় খোদাতালার নিকট সাহায্য চাও। পূর্ববর্তী জুমায় (৭ই জুন ১৯৭৪-বিশৃঙ্খলা ছিল কিন্তু আনন্দও ছিল। কোন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার চিহ্নও ছিলনা কিন্তু অবশ্য আমাদের কিছু ভ্রাতা ক্লেশ পেয়েছিল, যার জন্য আমি চিন্তা যুক্ত ছিলাম। আমি নামাযের মধ্যে কয়েকবার খোদাতালার প্রশংসা এবং তাঁর ছেফাত পুনঃ পুনঃ আবৃত করা ব্যতিরেকে আর কিছুই বলি নাই। আমি খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করেছি, হে খোদা! তুমি আমার চেয়ে বেশী অবগত, একজন আহ্‌মদীর কি প্রয়োজন। হে খোদা! তুমি যা মঙ্গল মনে কর, তাই তুমি প্রত্যেক আহমদী ভাইকে দান কর। আমি আর কি প্রার্থনা করবো, আমার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ, আমার নিকট যে সব সংবাদ আসে তাও সীমাবদ্ধ, এবং কারো জন্য বদদোয়া করা উচিৎ নয়, খোদাতায়ালা আমাদেরকে দোয়া এবং ক্ষমা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে মানব জাতির মন জয় করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে আমরা কাউকেও কষ্ট দিবনা, না আমরা কারো জন্য বদ-দোয়া করবো। আপনারা প্রত্যেকের জন্য মঙ্গল কামনা করুন। স্মরণ রাখুন, আমাদের জমাতকে প্রত্যেক মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু নিজেদের এ মর্যাদায় স্থির হওয়ার জন্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য খুবই প্রয়োজন, যে উঠতে বসতে শয়নে জাগরনে এমন ভাবে দোয়া করতে হবে যে, আপনাদের নিদ্রাবস্থাও যেন এস্তেগফারের মধ্যে গন্য হয়। আপনাদের নীরবতা, আপ-নাদেরর নিদ্রার সময়ও যেন ক্ষমাপ্রার্থনার অন্তর্গত হয়। অনেক সময় নিদ্রাবস্থায় ছেলে-পেলেগণ কথা বলতে থাকে, এবং যখন আপনি কোন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, নিদ্রিতাবস্থায় তুমি এ কি কথা বলিতেছিলে? তখন সে বলবে আমি বলতে পারি না। মানুষ বলতে পারুক বা না পারুক তোমাদের খোদার কাছে একথা গোপন নয়, যে তোমাদের নিদ্রাবস্থাকেও ফেরে-শ্‌তাগণ তোমাদের জন্য এস্তেগফারের মধ্যে গণ্য করে রেখেছেন।

অতএব তোমরা সর্বাবস্থায় এস্তেগফার কর, এবং খোদা তালার আশ্রয়ে এসে যাও।

তোমরা খোদা তালার কাছে বেশী বেশী দোয়া কর, যেভাবে হযরতমসিহে মাওউদ (আঃ) করতে বলেছেন। তোমরা এ দোয়া কর যে, তোমাদের স্বভাবজাত শক্তিকে তিনি যেন সহায়তা দান করেন, যাতে তোমরা উর্দ্ধ গামী হতে পার। এবং তোমাদের জীবন যেন এক উদাহরণ হয়ে যায়। খোদা তালা বলেছেন তোমরা নিজ স্বভাবকে আমার স্বভাব ও গুণে রঙ্গিন কর। মানুষ স্বীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে বলেছে, হে খোদা! তোমাকে তো চর্মচক্ষে দেখিনা, আমরা তোমার গুণাবলির প্রকাশ এ জড় জগতে জড় বস্তুর মধ্যে জড়িত আবৃতাবস্থায় দেখতে পাই, আমরা এ অন্ধকারে কি চেষ্টা করবো? কোন চেষ্টাই করতে পারছিনা। তদোত্তরে আল্লাহ বলেছেন, এ যে, আমার প্রিয় মোহাম্মদ (সাঃ)। তিনি প্রত্যেক মানুষের জন্য এক মহান আদর্শ এবং দৃষ্টান্ত এ কথা জানার জন্য যে, এ ভাবে আল্লাহ-তালার গুনের রং দ্বারা নিজ স্বভাবকে রঙ্গিন করা যায়। অতএব তোমরা আঁ হযরত (সাঃ) এর অনুসরণ কর। তাঁর দৃষ্টান্ত সব সময় সামনে রাখ। তাঁর পবিত্রজীবনী অধ্যয়ন কর। কারণ তাঁর উত্তম আদর্শ অবগত হওয়া ব্যতীত, তা বুঝা ব্যতীত এবং তা অধ্যয়ণ ব্যতীত, নিজ জীবণে তা গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব? যে পর্যন্ত না আপনি তাঁর আদর্শ সম্পর্কে অবগত হবেন, তাঁর আদর্শকে না চিনবেন, তাঁর স্বভাবের রং না দেখবেন। এবং এ পাক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও (সাঃ) যে মানব-জাতির প্রতি কত মহান কৃপা ও কল্যাণ বর্ষণ করেছেন, এবং কেয়ামত পর্যন্ত করত থাকবেন—এ বাস্তবতাটি আপনার সামনে না থাকবে ততক্ষণ ততক্ষণ পর্যন্ত কি ভাবে আপনার শক্তি ও স্বভাবের মধ্যে খোদা-তালার গুণের রং ধারণ করবেন? অতএব বন্ধুগনের কর্তব্য তারা যেন চিন্তা করেন এবং এ সত্যটিকে স্বরণ করেন, যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, স্বাধীন স্বত্বা হওয়া সত্তেও কি আমরা সৃষ্টির সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করছি? আজ আল্লাহ-তালা আসমানে এ মীমাংসা করেছেন যে, হযরত মোহাম্মাদ (দঃ) এর আনিত ধর্ম ইসলাম পৃথিবীতে নিজ পবিত্র শক্তি, ও সৌন্দর্যও, কল্যাণের ফলে ও উহার সেবার ফলে এবং মানব জাতির প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতির ফলে মানব জাতির হৃদয় জয় করে বিজয় লাভ করবে, এবং বিশ্ব-মানব জাতিকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর পতাকাতলে সমবেত করা হবে। ইহা স্বর্গীয় মীমাংসা। সে জন্য এস্তেগফার কর, এবং দোয়া করতে থাক—স্বীয় প্রকৃতির জন্য খোদা-তালার শক্তির সহায়তা চাও। খোদা-তালার শক্তির সহায়তা লাভ না করা পর্যন্ত কখনও ক্ষান্ত হবে না। কারণ খোদাতালা বলেছেন, যদি তোমরা আমার কথা পালন কর, তাঁর অনুসরণ কর এবং কোরআন করীমের শরীয়াত অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তুল, তা হলে তোমরা হযরত মোহাম্মাদ (দঃ) এর ভালবাসা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। কারণ তোমরা তাঁর প্রেম মানব-

জাতির অন্তরে প্রবিষ্ট করেছ, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, উত্তরে ও দক্ষিণে, পর্বত চূড়ায় ও সমুদ্রের তলদেশে ও (অনেক এলাকা এরূপ আছে যেখানে মানুষ সামূদ্রিক উচ্চ থেকে নীচে বাস করে)তোমরা গিয়েছ এবং সেখানে গিয়ে তোমারা সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছ যা লাভ করার জন্য মুসলিম জাতিকে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, সারা বিশ্বে ইসলাম বিজয়ী হবে, এবং বিশ্ব মানবের অন্তকরণ একজন মাহদীর জমাতের দ্বারা খোদা-তালা এবং তাঁর রসুল (সাঃ) এর জন্য জয় করা হবে। এবং প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা মানুষকে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা লাভের জন্য প্রবুদ্ধ ও মাওয়ারা করা হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদ বলে দিচ্ছে, একাজ শুধু মাহদী (আঃ)-এর জমাতের দ্বারা সম্ভব পর। পরিষ্কার এ কথা বুঝা যায় যে, মাহদী (আঃ)-এর জমাত কে ইহার সামর্থ দেওয়া হবে র কিন্তু কোরআন করীম বলছে যে, যখন কাউকেও শক্তি দেওয়া হয় তখন যেহেতু মানুষ স্বাধীন স্বত্বা, সেহেতু সবচেয়ে বেশী ভয় তারই জন্য। যত উর্দ্ধগামীতার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে ততই অধঃপতন সম্বন্ধে ও ভয় প্রদর্শণ করা হয়েছে। অতএব তোমরা এ বাস্তবতাকে সামনে রাখ এবং খোদা তালার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হও, এবং তাঁর আঁচল পরিত্যাগ করোনা। তারপর দেখ আল্লাহ-তালা তোমাদের জন্য কি ভাবে তাঁর ভালবাসার প্রকাশ করেন। আল্লাহুম্মা আমিন—

অনুবাদ—মৌঃ এ, কে, মুহিবুল্লাহ

ভাল মিষ্টির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ফোন—৮৬৪৯৭

ইনডেন্টিং জগতে একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নাম

এস, এ, নিজামী এণ্ড কোম্পানী

১০৭৯, ধনিয়লা পড়া, ঢাকা ট্রাঙ্ক রেড, চট্টগ্রাম

ফোন ৮৬৫৩১

কেবল "নিজামকো"

জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৬তম মজলিসে শুরা (পরামর্শ সভা) রবওয়াতে অনুষ্ঠিত

হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ভাষণ

আল্লাহ্‌তায়ালা জামাত আহ্‌মদীয়াকে সাহাবা কেরামের (রাঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চরম কুরবানী, দৃঢ়তা ও ওফাদারী ও বিশ্বস্ততার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপনের তওফিক দান করিয়াছেন।

রবওয়া, ২৮ মার্চ,

আমি আজ জুমার খোৎবায় বলিয়াছিলাম যে আমরা আহ্‌মদীগণের এই আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) যে, নবী আকরাম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ আঃ) সর্বদিক হইতে সর্বাঙ্গিন রূপে পূর্ণ ও পরিণত ছিলেন। আপন জামাতের তরবিয়ত ও শিক্ষার দিক হইতেও তাঁহার (সাঃ) মধ্যে এবং অন্যান্যদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আমরা দেখিতে পাই। শরীয়তবাহী নবী হিসাবে হযরত মুসা (আঃ) ও এক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনে যখন আযমায়েশ ও পরীক্ষার মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে মান্যকারীগণ পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া দিলেন যে, "ফাযহাব আন্তা ওয়া রাব্বুকা ফাকাতেলা ইন্না হাহুনা কায়েদুন"—অর্থাৎ, "তুমি এবং তোমার রব যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া লড়াই কর, আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব।" ফল ইহার এই দাঁড়াইল যে, খোদাতায়ালা তাঁহার ওয়াদাকে পূর্ণ করার পথে দুইটি বংশধরের ব্যবধান সৃষ্টি করিলেন এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর উম্মতকে প্রতিশ্রুত সময়টি লাভ করার জন্য ৪০ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। উহার মোকাবেলায় হযরত নবী আকরাম (সাঃ আঃ)-এর পবিত্র জীবনের কোন একটি পর্যায়েও সাহাবা কেরামের (রাঃ) মধ্যে গাফলতি বা শৈথিল্যের বা অবজ্ঞার লেশ মাত্রও পরিদৃষ্ট হয় না। এই কারণেই, তাঁহাকে (সাঃ) যে সকল সুসংবাদ (আল্লাহ্‌র তরফ হইতে) দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই পূর্ণ হয়।

এই পর্যায়ে হুজুর (আইঃ) সবিস্তারে ইহা বর্ণনা করেন যে, সাহাবা (রাজিয়াল্লাহু আনহুম) অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হওয়ার একটি সুদীর্ঘ যুগ অতিক্রম করেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক প্রকারের হয়রানী, অশান্তি, পরীক্ষা ও বিপদাবলীর সম্মুখীন হইতে হয় কিন্তু তাঁহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) এর হাতের নীচে হাত রাখিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত

ওফাদারী (বিশ্বস্ততা) রক্ষা করার যে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন উহাকে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছেন, কার্যে পরিণত করিয়াছেন, এমনকি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও উহাতে কোন প্রকারের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। এরতেদাদ বা ধর্ম-ত্যাগের ফেৎনা যখন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, তখন খেলাফতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি সাধনের কাজ সুসম্পন্ন হয়, যাহার ফলে লোক 'নেফাক' (কপটতা) এবং তরবিয়তের ত্রুটি বিচ্যুতির লেশ মাত্রও থাকিল না এবং ইসলাম দ্রুততার সহিত প্রসার লাভ করিয়া চলিল। অন্য কথায়, খেলাফত মধ্যবর্ত্তী কালীন সকল বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া দিল। কিস্‌রার (ইরান সম্রাটের) পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল এবং হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সহিত যে মহান রুহানী অভিযানের সূচনা করা হইয়াছিল, উহার অগ্রাভিযানে এক সেকেণ্ডের জন্যও কোন বিচ্যুতি বা পার্থক্যের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ইয়ার্মুকের যুদ্ধে সাহাবাকে (রাঃ) যে সকল মহান আত্মত্যাগ ও জানী কুরবানী পেশ করিতে হয়, যদিও ঐ সকল কুরবানী তাঁহাদিগকে সজোরে আলোড়িত করিয়াছিল, তথাপি তাঁহাদের শাহাদত বরণ ইসলামের বিজয়ের উপর মোহরাঙ্কন করিয়াছে। ঈমানের সেই দৃঢ়তা এবং রসুল আকরাম (সাঃ আঃ)-এর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে তরবিয়ত পাওয়ারই এই ফল হইয়াছিল যে, কিসরা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, কাইসার (রোমক সম্রাট) ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং উম্মতে মোহাম্মদীয়া সকল মধ্যবর্তীকালীন বিপদাপদ ও উচু-নীচু অবস্থাবলী সত্বেও সম্মুখ পানেই অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকে, এমনকি সমগ্র পরিচিত পৃথিবীর উপর ছাইয়া পড়ে।

হুজুর (আইঃ) বলেন যে, হযরত রসুল আকরাম (সাঃ আঃ) এই সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে, আখেরী জমানায় ইসলামের বিজয়ের একটি নূতন রশ্মি নূরে-মোহাম্মাদীর (সাঃ) মাধ্যমেই এবং তাহারই কল্যান ও তরবিয়তের ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁহার একজন মহান আধ্যাত্মিক পুত্র প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আলাইহেস সালাম)-এর দ্বারা প্রবাহিত হইবে। সুতরাং আজ সেই অধ্যাত্মিক অভিযান জারী রহিয়াছে এবং আমি অনন্দিত যে, এই যুগেও আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে সাহাবা কেরামের (রাঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করত: কুরবানী, আত্মত্যাগ এবং ওফাদারীর মহান দৃষ্টান্ত সমূহ স্থাপনের তওফীক দান করিয়াছেন।

হুজুর (আইঃ) বলিয়াছেন যে, বিগত বৎসর আমাদের জামাত আদর্শগত মহান ভূমিকা প্রদর্শন করিয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের কুরবানী পেশ করিয়াছে এবং ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির মধ্যে নিজেদের কোন কর্মের পরিণামে বিন্দু মাত্রও বিচ্যুতি বা পার্থক্যের সৃষ্টি হইতে দেয় নাই। তাহারা

সহাস্য বদনে প্রফুল্ল চিত্তে কুরবানী পেশ করিতে থাকেন এবং খোদাতায়ালার ফজল ও রহমতের অসংখ্য নিদর্শন অবলোকন করেন। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে সত্য স্বপ্নের দ্বারাও অনুগৃহীত করেন যাহাদের মাধ্যমে তাহাদিগকে শুভ সংবাদ সমূহ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর নির্দিষ্ট ও যথা সময়ে সেই সকল সুসংবাদ বাস্তবে পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের ঈমান বৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করেন। নূতন বয়াত সমূহ সংঘটিত হয়। বহির্দেশে নূতন নূতন স্কুল এবং হাসপাতাল স্থাপন করা হয় এবং সেই হাসপাতালগুলিতে যে আহ্‌মদী ডাক্তারগণ খেদমত করার তওফিক লাভ করিতেছেন, আল্লাহতায়ালা আলৌকিক ভাবে তাঁহাদের হাতে শেফা (আরোগ্য) দান করিয়াছেন। এই সব কিছুই আল্লাহতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ, যাহা আমাদের জীবনে শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হইয়াছে।

হুজুর বলিয়াছেন যে, আমরা অত্যন্ত দুর্বল এবং তুচ্ছ। কিন্তু ইহাও বিশ্বাস রাখি যে, দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাদের রাযেক (অন্নদানকারী) নয়। দুনিয়ার সমস্ত ধনভাণ্ডার একত্র হইয়াও আমাদের রবের মোকাবেলায় কান কিছু মূল্য রাখে না। এজন্য যদি একটি পথ আমাদের জন্য বন্ধ হয়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা উহার মোকাবেলায় আরও অনেক পথ আমাদের জন্য খুলিয়া দিবেন। মোট কথা, বিগত বৎসর জামাত নিঃসন্দেহে ভীষণ পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক সূক্ষ্মদর্শী আহ্‌মদী আনন্দিত এবং আসমানে ফেরেশতাগণও আনন্দিত যে, আমরা সাহাবা কেরামের (রাঃ) পদাঙ্ক অনুসরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছি।

হুজুর (আইঃ) বলেন, ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেক আহ্‌মদীর এই আহ্‌দ (অঙ্গীকার) করা উচিত যে, যদি দুনিয়ার সমগ্র শক্তি একত্র হইয়াও ইসলামের বিজয়ের খোদাই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার প্রয়াস পায়, তবুও আমরা আমাদের কুরবানীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্যের সৃষ্টি হইতে দিবনা এবং এইভাবেই আমরা আল্লাহতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের আঁচল ভরিয়া লইতে থাকিব। আল্লাহ্ করুন যেন তাহাই হয়।

হুজুর (আইঃ) শুরার এক পর্যয়ে আরও বলেন যে এখন আল্লাহতায়ালার ফজলে জামাতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা পূর্ব হইতেও স্পষ্টতর হইয়া সর্বসমক্ষে আসিয়াছে। বিভিন্ন জামাত আল্লাহতায়ালার ফজলে উন্নতি করিতেছে এবং অগ্রগতির নূতন নূতন পথও খুলিতেছে। এই উন্নতি এতদ্বারাও কিছুটা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, শুধু তাহরীক জদীদ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার যে বাজেট এখন পেশ করা হইয়াছে উহা এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ টাকার এবং তমধ্যে এক কোটি উনিশ লক্ষ টাকা বহির্দেশের জামাত সমূহের চাঁদার উপর নির্ভর করে। আলহামদুলিল্লাহ্। (অসমাপ্ত)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

শুভ সংবাদ

"ফজল ও রহমত গণনাতীত"

আল্লাহতায়ালা জামাতে আহ্‌মদীয়াকে ইসলামের জগতব্যাপী আধ্যাত্মিক বিজয় সাধনের উদ্দেশ্যে কায়েম করিয়াছেন। তিনি এই জামাতকে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রথম দিন হইতেই তাঁহার ফজল, রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত করিয়া আসিতেছেন। হযরত মসিহ্ মওউদ (আইঃ) আল্লাহতায়ালার ঐ সকল ফজল ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন :

তোমার নেয়ামতের কোনই অন্ত নাই।
কোন মুহূর্তও ইহাতে খালি নাই ।।
তোমার ফজল ও রহমত গণনাতীত।
কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনেরও আমার শক্তি নাই ।।
(তুররেসমীন, ১৯০১ সন)

উল্লিখিত ফজল ও রহমতের ধারা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে তখন হইতেই ক্রমবর্ধমান রহিয়াছে। সুতরাং সেই সকল ফজল ও রহমতের একটি উজ্জল প্রমাণ স্বরূপ জামাত আহ্‌মদীয়ার তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসার এবং আধ্যাত্মিক বিজয় লাভ করিয়া চলিয়াছে। এমনকি কোন একটি দিনও শুরু হয় না যাহা নূতন ফজল ও রহমত সহকারে উপস্থিত না হয়। আল্লাহতায়ালার কয়েকটি নিত্য নূতন ফজল ও রহমতের আনন্দদায়ক শুভ সংবাদ পাঠক বর্গের খেদমতে পেশ করা হইতেছে :

সিয়েরালিওনে (পঃ আফ্রিকা) সম্প্রতি শত শত ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ

সিয়েরালিওনের ইনচার্জ মোবাল্লেগ, মওলানা মোঃ ইসমাইল মুনীর সাহেব জানাইয়াছেন :

চলতি বৎসরের প্রারম্ভে আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে 'মকোবল' নামক গ্রামে দুই-শত পঞ্চাশ (২৫০) জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সেলসেলার অন্তর্ভুক্ত হন। উক্ত নব দীক্ষিত ব্যক্তিদের তালীম ও তরবিতের জন্য একজন প্রবীন আহমদী ভ্রাতাকে নিয়োজিত করা হয়।

'রুকাম্বা' নামক আর এক গ্রামে আল্লাহতায়ালার ফজলে ১৮জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ পূর্বক আহমদীয়া জামাতে দাখিল হইয়াছেন। উক্ত গ্রামে আল্লাহতায়ালার ফজলে জামাতের একটি প্রাইমারী স্কুল রহিয়াছে। উক্ত স্কুলের শিক্ষক জনাব মানস্রে সাহেবকে নূতন বয়াত গ্রহণ কারীদের তালীম ও তরবিতের কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছে।

'কালাম্বা' নামক আর একটি গ্রামে আল্লাহ্

তায়ালার ফজলে তিন শত (৩০০) ব্যক্তি ইসলামে বয়েত গ্রহণ পূর্বক আহ্‌মদীয়া সেলসেলায় দাখিল হইয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

আর একটি মোকাম 'মাসাংবী'তে আহ্‌মদীয়া হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। স্কুলের সংলগ্ন মাঠে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার যুবকগণ ইজতেমা অনুষ্ঠিত করিয়া তালীম ও তরবিয়ত এবং খেলাধুলার কার্যক্রমের মধ্য দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এমন সুন্দর ভাবে ধর্মীয় অনুরাগ ও উদ্দীপনার পরিচয় দেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িয়া এত দরদে-দেল ও উচ্ছাসের সহিত ইসলামের প্রসার ও প্রধান্যের জন্য দোয়া করেন যে, গ্রামের প্যারামাউণ্ট চীফ এবং সকল অধিবাসী অভিভূত হন এবং তাঁহারা আহ্‌মদী যুবকদের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠেন। তেমনিভাবে আহ্‌মদীয়া হাসপাতাল এবং মসজিদের মধ্যকার দেওয়াল গুলি উঁচা করার কাজে সকল আহ্‌মদী (খোদ্দাম-আনসার-আতফাল) অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করেন। এই সমস্ত বিষয় উক্ত অঞ্চলের লোকদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। সুতরাং এলাকার চীফ এই সকল ধর্মীয় এবং জন কল্যাণ মূলকতৎ পরতায় মুগ্ধ হইয়া এক বক্তৃতাকালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেন যে, এমনই মনে হয় যেন এই অঞ্চলে জামাত আহ্‌মদীয়ার দ্বারা ইসলাম জিন্দা হইয়া উঠিতেছে।

'টম্বোডু'তে আহ্‌মদীয়া গার্লস স্কুলের নূতন এমারত নির্মীয়মান রহিয়াছে। তেমনিভাব 'মটিমা' নামক গ্রামে আমাদের একটি প্রাইমারী স্কুলও নির্ম্মান করা হইতেছে। ইহার সংলগ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থিত তের একর জমীনের উপর মসজিদ ও মিশন হাউস (প্রচার কেন্দ্র) স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হইলে, ইনশাআল্লাহ্ 'কানো' জিলায় ইসলাম প্রচারের কাজ দ্রুত সম্প্রসারিত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার বিশেষ কৃপায় উক্ত পরিকল্পনাটিকে শীঘ্র পূর্ণ করার তওফিক দান করুন। আমীন।

তেমনি ভাবে সিয়েরালিওনের একটি প্রসিদ্ধ শহর 'বোয়াজে বো'তে কয়েক বৎসর পূর্বে স্থাপিত আহ্‌মদীয়া সেকেণ্ডারী স্কুলের এখন তৃতীয় ব্লকটি নির্ম্মান করা হইতেছে। স্কুলটির দ্রুত উন্নতি ও জনপ্রিয়তার ফলে ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ইতিপূর্বে স্কুলের দুইটি সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত ব্লক নির্ম্মানের পরও এই তৃতীয় ব্লকটি তৈয়ার করা হইতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহার কাজ শীঘ্র সুসম্পন্ন করার তওফিক দিন। আমীন।

গিয়ানায় ৭ জনের ইসলাম গ্রহণ :

গিয়ানায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আর ও সাতজন ব্যক্তি ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৭৫) বয়াত করিয়া আহ্‌মদীয়া সেলসেলায় দাখিল হইয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

পঃ জার্মানীতে একজনের ইসলাম গ্রহণ :

হামবুর্গে (পঃ জার্মানী) আল্লাহর ফজলে একজন জার্মান মহিলা ইসলাম গ্রহণ করিয়া জামতভূক্ত ইহয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

[সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) হইতে সংকলিত]

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

বিবাহ-শাদী সমস্যা ও তরবিয়তের গুরুত্ব

জামাত সকলের কাছে ইনসাফ চাহিতেছে। নিজেদের দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া আল্লা-রসুলের দাবী পূরণ করুন

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল: অদ্য বিকাল সাড়ে চার ঘটিকায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গনে জামাতের বিবাহ-শাদী (রেস্তা নাতা) কার্যক্রমের উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু সংখ্যক যুবক ও অভিভাবকের উপস্থিতিতে দেশের গোটা জামাতকে উদ্দেশ্য করিয়া মহতারম আমীর সাহেব (সাল্লামাহু) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ ভাষন দান করেন।

তাশহুদ, তায়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর মহতরম আমীর সাহেব কোরআন করিমের আয়াত—

"কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরেজাত লিন্নাসে তা'মুরুনা বিল মা'রুফে ওয়া তানহাওনা আনেল মুনকারে ওয়া তু'মেনুনা বিল্লাহে"—তেলাওতের পর বলেন—আল্লাহতায়ালা সমগ্র মানবজাতির আদর্শ স্বরূপ মুসলমানদেরকে এই জগতের বুকে দাঁড় করাইয়াছেন। কালক্রমে মুসলমানদের অবনতির পর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাহাদের মধ্য হইতে তিনি বর্তমান যুগে পুনরায় মানবগোষ্ঠির আদর্শ হিসাবে জামাতে আহমদীয়াকে দাঁড় করাইয়াছেন। আমরা খোদাতায়ালার অশেষ ফজল ও রহমে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়েত করিয়া এই এলাহী সেলসেলায় দাখিল হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। বয়েতের সময় আমরা ওয়াদা করিয়াছি যে, আমরা দীনকে দুনিয়ার উপরে প্রাধান্য দান করিব। আমরা ওয়াদা করিয়াছি যে, আল্লাহ্ এবং আল্লার রসুল (সাঃ) এর নামে আমরা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর শিক্ষার চারি দেওয়ালের মধ্যে থাকিয়া নিজেদের ঈমান ও আমলকে দুরস্ত করিব। নিজেদের আখলাককে কোরআন ও সুন্নার আলোকেও অনুসরনে সহিহ্ ও সুন্দর করিব এবং দুনিয়াবাসীর সামনে নিজেদেরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করিব। খোদাতায়ালার ফজলে ও রহমে বিশ্বের সকল দেশের সকল জামাত এ ব্যাপারে অতি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। বিশেষতঃ পাকিস্তানের জামাত গত বছরে (১৯৭৪) চারিত্রিক সৌন্দর্যের যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে তাহার নযীর কেবল হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর জীবন ছাড়া মানবেতিহাসের অন্য কোথাও মিলিবে না। কিন্তু এই বাংলাদেশের জামাতের কি হইয়াছে? চাঁদা হইতে শুরু করিয়া সংগঠনের সকল কাজেই যেন এই জামাতের সদস্যগণ ক্রমাগতভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছে! এমন কি আমার নিকট রিপোর্ট আসে যে অনেক সদস্য নামাজ ও রোজার মধ্যেও গাফলতি

প্রদর্শন করিতেছে। ইহা খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। এই অবস্থার শুভ পরিবর্তন এই মুহূর্তেই হইতে হইবে। মহতারম আমীর সাহেব বলেন,— আমি মর্মাহত হইয়া লক্ষ্য করিতেছি যে, জামাতের পরম পূণ্য আদর্শকে জলাঞ্জলী দিয়া জামাতের যুবকবৃন্দ বাহিরে বিবাহ করিতেছে। এমন কি মেয়েরাও কেহ কেহ বাহিরে বিবাহ করিতেছে। এই সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু, এই অবস্থা কি বাঞ্ছনীয়? এই অবস্থা কি জামাতের আদর্শকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে না? এই অবস্থায় ঐ সকল যুবক যুবতি কি আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত সীমাকে লংঘন করিতেছে না? ইহার পরিণামে খোদাতায়ালার গজব নামিয়া আসিবে। আপনারা নিশ্চয়ই হালাকু খাঁর অত্যাচারের কথা ভুলিয়া যান নাই। তখন আববাসীয় খেলাফতের স্বর্ণ যুগ। বাগদাদের মুসলমানগণ সুন্দরী ফিরিঙ্গী যুবতীদেরকে বিবাহ করিতে থাকে। এই সকল স্ত্রীলোক তাহাদের পৌত্তলিক আকীদা ও আচার অনুষ্ঠান লইয়া মুসলমানদের ঘরে আসিয়া তাহাদের পরবর্তী বংশধরকে ইসলামী অনুশাসন পালনে শিথিল ও আস্থাহীন করিয়া দেয়। তাহারা ইসলামী বিধি ও ব্যবস্থা সমুহের কঠোর সমালোচনা করিত, ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ করিত। ফলে, সুরা বনী ইসরাইলের প্রথম রুকুর ৬ষ্ঠ আয়াতের সতর্কবানী মোতাবেক তাহারা খোদাতায়ালার ক্রোধে নিপতিত হয় এবং ভয়াবহ শাস্তি প্রাপ্ত হয়। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ হালাকু খাঁ তাহার সৈন্যদল লইয়া বাগদাদ শহরের উপর ঝটিকা বেগে পতিত হইয়া মুসলিম নিধন আরম্ভ করিয়া দেয়। শাহী খান্দানের সকলকেই তাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। পক্ষকাল ধরিয়া শহরে নিধন যজ্ঞ চলিতে থাকে। এই তাতারী তাণ্ডব লীলায় প্রায় কুড়ি লক্ষ মুসলমান তরবারীর আঘাতে প্রাণ হারায়। পরিণামে আববাসীয় মুসলিম শাসনের শোচনীয় অবসান ঘটে। এই ধ্বংসের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে ভয়াবহ সবক রাখিয়া গিয়াছে তাহা প্রত্যেক বিশ্ববাসীর সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের যুবকগণের দৃষ্টি আমি এই দিকে আকর্ষণ করিতে চাই। তাহারা যেন ইতিহাসের শিক্ষাকে ভুলিয় না যায়, তাহারা যেন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর শিক্ষাকে ভুলিয়া না যায়। ইহার চারি দেওয়ালের মধ্যে তো তাহারা নিজদিগকে সদা আবদ্ধ রাখিতে ওয়াদাবদ্ধ।

তিনি বলেন, বিবাহ অবশ্যই করিতে হইবে। বিবাহ ফরজ। যে বিবাহ করে না সে অর্ধ মানব। হযরত রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন "বিবাহ আমার সুন্নত, যে আমার সুন্নতকে মানে না এবং আমার সুন্নতকে পরিত্যাগ করে সে আমার মধ্যে নহে।" বিবাহ মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে বিকশিত করিতে সহায়তা করে। বিবাহ মানুষের মনে শান্তি সৃষ্টি করে, স্বস্তি সৃষ্টি করে। আল্লাহতায়ালা কোরআন করিমে বলিয়াছেন—

"ওয়া মিন আইয়াতিহি আন খালাকা লাকুম মিন আনফুসেকুম আযওয়াজান লেতাসকুনু ইলাইহা ওয়া জায়ালা বাইনাকুম মুওয়াদ্দাতাও ওয়া রাহমাতান, ইন্না ফি যালিকা লায়াইয়াতিল লেকওমঁই ইয়াতাফাক্কারুন !"

আল্লাহতায়ালা নারী জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন শান্তিদায়িনীরূপে। নর ও নারীর যথাযথ মিলনে সংসারে শান্তি সৃষ্টি হয়। যৌবনকাল মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এবং ভয়ঙ্কর সময়। এই সময় প্রকৃতির যৌবন অর্থাৎ বসন্তকালের ন্যায় মানব জীবনেও বসন্ত দেখা দেয়। প্রকৃতি যেমন বসন্তকালে পত্রে-পুষ্পে ফলে-ফসলে সুশোভিত হইয়া ওঠে তেমনি যৌবনকালে মানুষের জীবনেও সকল গুণাবলীর বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং উহাদের প্রকাশের পথ চায়। যৌবন সুলভ গুণাবলীকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত না করিলে ইহারা সৃষ্টির পরিবর্তে ধ্বংসকে ডাকিয়া আনে। সুপথ পাইলে জীবনে জান্নাতের সৃষ্টি হয়, নচেৎ দোজখের সৃষ্টি হয়। যৌবনের প্রকৃতিকে কোরআন করীমে নূহের তুফানের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ইহাকে দমন করাও যেমন সম্ভব নহে, তেমনি প্রতিহত করাও সম্ভব নয়। সুতরাং ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সৎপথে পরিচালিত করাই কর্তব্য। অন্যথায় জামাতের শিক্ষার সকল দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশংকা রহিয়াছে। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় বার বার তাকওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

মহতারম আমীর সাহেব আহাদনামার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, আমরা, কি খোদ্দাম, কি আনসার, সকলেই এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি যে, ইসলাম বা আহ্‌মদীয়াতের জন্য সকল প্রকারের কোরবানী করিতে আমরা প্রস্তুত থাকিব। কিন্তু আমরা কি আমাদের সেই প্রতিজ্ঞা পালন কবিতেছি? আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে, বাপেরা মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার জন্য তৎপর, অথচ ছেলেদের বিবাহের বেলায় তাহারা গাফেল। কিন্তু ইহাতে কি সমস্যার সমাধান হইবে? ব্যাপারটি উল্টো দিক হইতে অর্থাৎ ছেলেদের দিক হইতে শুরু করা উচিত। ছেলে-দেরকে বিবাহ দেওয়ার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলে মেয়েদের বিবাহের সমস্যা আপনাপনি সমাধান হইয়া যাইবে। হাদীস শরীফে আছে— ছেলেদের বিবাহের বয়স হওয়া মাত্র বিবাহ দাও। পিতামাতার দায়িত্ব ছেলেদের বিবাহ দেওয়া। মেয়েদের বয়স ১২ বৎসর হইবা মাত্র বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিৎ। বিবাহ যোগ্য ছেলে-মেয়ের পদস্খলন ঘটিলে তাহাদের পাপের দায়িত্ব পিতা মাতার স্কন্ধে চাপিবে। অনেকে বলেন, ২৫।২৬ বৎসর বয়সের কম ছেলেদের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ কথাটা বাতুল। কেননা, হযরত মসীহ

মওউদ (আঃ) হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) এর বিবাহ দেন ১৬ বৎসর বয়সে। যেহেতু তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল ছিলনা সেইজন্য ইহাতে কেহ কেহ তাঁহার দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আশঙ্কা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে কথা উঠিলে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছিলেন, আমি জেসমানী ব্যাধি অপেক্ষা রূহানী ব্যাধিকে বেশী ভয় করি। আপনারা জানেন, হযরত খলীফা সানি (রাঃ)-এর শান ও মর্যাদা কত বড় ছিল। হযরত রসুলকরীম (সাঃ) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর পরেই তো তাঁর স্থান।

ছেলেরাও নানা প্রকার ওজর আপত্তি তুলিয়া বিবাহ করিতে চায় না। যাদের ছেলেরা বিদেশে যাচ্ছে তাঁদের উচিত সেই ছেলেদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া। যাঁরা মনে করেন যে, এইভাবে বিহাহ দেওয়া ঠিক হইবে না তাহাদের জন্য বলিতেছি যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর বিবাহ হইয়াছিল হিজরতের রাতে। ইহা অপেক্ষা বিবাহের জন্য অসময় মানব জীবনে কি আর কখনও হইতে পারে? এই বিবাহ কি অসফল হইয়াছিল? ইহার মধ্যে কি আমাদের জন্য সবক নাই? এই বিবাহের বয়সের তারতম্য সম্পর্কেও আপনারা অবহিত আছেন এবং আপনারা ইহাও নিশ্চয় জানেন যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কে ধর্মের অর্ধেকের শিক্ষিকা বলা হয়। দুনিয়াবী উন্নতির আকাংখায় ছেলেদের বিবাহ দেওয়া হয় না, ছেলেরা বিবাহ করে না। কিন্তু তাতে কি তাদের ভালাই করা হইতেছে? হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, সে বস্তুতঃ ধর্মের অর্ধেক পুরা করিয়াছে। ইহার পর বাকী অর্ধেকের জন্য সে তাকওয়া অবলম্বন করুক। আর একটি হাদিসে আছে—যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া পবিত্র অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত মিলন কামনা করে তাহার উচিত সত বা ছালেহা মেয়ে মানুষকে বিবাহ করা। (ইবনে মাজা)।

তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, জামাতের বাহিরে বিবাহ বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র শিক্ষার চারি দেওয়ালকে ফুটা করা হইতেছে। আজ যেন মনে হইতেছে যে, জামাত নিজেই টিকিতে পারিতেছে না, অথচ জামাতে আহ্‌মদীয়ার সৃষ্টি হইয়াছে সমগ্র বিশ্বের সকল মানব সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য। ছেলেদেরকে বিবাহ দেওয়া হইতেছে সম্পদের দিকে, বংশের দিকে বা সৌন্দর্যের দিকে তাকাইয়া। অথচ ধর্ম বা ধর্মপরায়নতার দিকে দৃষ্টি দিয়াই বিবাহ করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। যাহারা দারিদ্রের ভয়ে বিবাহ করিতে চায় না তাহাদেরকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, "লা তাকতুলুল আওলাদুকুম মিন খাশইয়াতে ইমলাক, নাহনু নারযুকুকুম ওয়াইয়াহুম।"

অর্থাৎ দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করিওনা—কেননা, আমরাই

তাহাদের এবং তোমাদেরও রেজকের ব্যবস্থা করি।

যাহা হউক বিবাহের ব্যাপারে জামাত আপনাদের কাছে ইনসাফ কামনা করে। এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করিবার অবকাশ নাই। Justice delayed is justice denied। সুতরাং আজকাল করিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া আপনারা দায়িত্ব পালনে আগাইয়া আসুন। খোদ্দামের কাছে আমি এই জওয়াব চাই—তাহারা কওমের এই দুর্দ্দিনে কি করিতেছে? মেয়েদেরকেও বলিতেছি তাহারাও কোরবানীর মনোভাব লইয়া আগাইয়া আসুক। ছেলেরা যদি বি, এ, এম, এ পাশ করিয়া— V, VI পড়া মেয়েদেরকে বিবাহ করিতে পারে, তবে উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েরাই বা কেন অল্পশিক্ষিত ধার্মিক যুবককে বিবাহ করিতে পারিবে না ? হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) নন্‌মেট্রিক ছিলেন—কিন্তু তাঁহার বিবি ছিলেন এম, এ পাশ। আসলে রসুল করীম (সাঃ) এর হুকুম তো দীনদার দেখিয়া বিবাহ করা। দরকার হইলে খোদ্দামদেরকে একাধিক বিবাহ করিতে হইবে যাহাতে জামাতকে সুষ্ঠু ও পবিত্র রাখা যায়।

আপনারা আপনাদের আহাদ নামার প্রতি দৃষ্টি দিন। আহাদ ও বয়েতের শর্তকে ঠিক রাখুন। জামাতের প্রতি ইনসাফ করুন, হামদরদীর সহিত কাজ করুন, জামাতকে মজবুত করুন। নিজেদের দাবী দাওয়া বাদ দিন। আল্লা-রসুলের দাবীকে পূর্ণ করুন। আর যা কিছু দাবী বিবাহের ক্ষেত্রে তা ছেলেদের উপর। কেননা, 'আর রেজালো কাওয়ামুনা আলান নেসায়ে।' ছেলেরা অর্থাৎ খোদ্দামই জামাতের ভবিষ্যৎ। আমাদের উদ্দেশ্য মহান এবং পবিত্র। সুতারাং সেই উদ্দেশ্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে জামাতের বুনিয়াদকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। জামাতের খোদ্দামরাই সেই বুনিয়াদ। মনে রাখিতে হইবে পৃথিবীর বুকে খোদাতায়ালার রাজত্ব কায়েম করিবার দায়িত্ব তাহাদের স্কন্ধেই ন্যাস্ত রহিয়াছে। সুতারাং তাহাদেরকে মডেল হিসাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে। কোরআন করীম এলাহী সেলসেলা ও দুষিত সেলসেলার মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—

"মারাজাল বাহরায়নে ইয়াতাকীয়ান বায়নাহুমা বারযাখুল্লায়াবগেয়ান।" তিনি দুই সাগর প্রবাহিত করিয়াছেন। তাহারা একদিন মিলিত হইবে তাহাদের মধ্যে বাঁধ আছে। কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। সুয়েজ ও পানামা খালদ্বয় খনন করিয়া উভয়স্থানের দুই সমুদ্রের সংযোগসাধনের মাধ্যমে। কিন্তু যতদিন বাঁধ ছিল ততদিন কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে নাই। কিন্তু ইহার অন্য অর্থ হইতেছে—মিষ্টির পানির সহিত নোনতা পানির মিশ্রনে মিষ্টি পানিও দুষিত হইয়া পানের অযোগ্য হইয়া যায়। এই জন্য এতদুভয়ের মধ্যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ পবিত্র এলাহী সেলসেলার সঙ্গে দুষিত সেলসেলার মিলনে এলাহী সেলসেলারও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার আরও এক

গভীরতর অর্থ হইল ইলাহী সিলসিলার বিশ্বাসী একটি আত্মার সহিত অবিশ্বাসী আত্মার পরিণয়ের বিরুদ্ধে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহাই এই আয়েতের বাতেনী মর্মকথা। আপনারা বাহিরে বিবাহ করিয়া এই জামাতের আত্মিক পরিবেশের পবিত্রতার হানী করিবেন না। যতদিন পর্যন্ত নোনতা পানিও মিষ্টি পানিতে পরিণত হইবে না ততদিন সদা সতর্ক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে।

আপনারা সঠিক জ্ঞান আহরণ করুন। সঠিকভাবে চিন্তা করুন। সঠিকভাবে কাজ করুন। তাহা হইলে এই পথেই সাফল্য অর্জন সম্ভব হইবে। (অসমাপ্ত)

সংকলণ : **শাহ মুস্তাফিজুর রহমান**

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার বিগত ৫২তম সালানা জলসায় জনাব নূরুদ্দীন খান সাহেব যেভাবে মিতব্যয়িতা ও নিপুনতার সাথে সাজ-সজ্জার সমুদয় দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়।

জলসা প্রাঙ্গনের সমুদয় সাজ সজ্জা, বেড়া তৈরী, প্রয়োজনীয় সমুদয় পায়খানা ও প্রশ্রাব খানা নির্মাণ, লাজনাদের এলাকার সমুদয় নিচু জায়গা ও জলসা-গাহ বাহির হইতে গাড়ী ভরিয়া মাটি আনিয়া ভরাট করা, মহিলাদের জন্য পৃথক গোছল খানা নির্মাণ, নীচ হইতে ছাঁদে ওঠা নামা করার জন্য প্রকাণ্ড সিড়ি নির্মাণ, ছাঁদের উপর মেহমানদের থাকা ও খাওয়ার জন্য সর্ব প্রকার ব্যবস্থা করা, সেখানে সামিয়ানা নির্মাণ ও ছাঁদের চারি ধারে কাপড় দিয়া ঘেরাও করা, জামাতের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী গৃহ নির্মাণ ও সুসজ্জিত করা, রেষ্টুরেন্ট গৃহ নির্মাণ ও রান্না ঘর তৈরী করা, গোসল ও পানীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, কুয়া ও পানির হাউজ পরিস্কার করা, জলসা গাহের চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘেরাও করা, জলসার প্যাণ্ডেল তৈরী করা. বিস্তৃত সামিয়ানা তৈরী করা, জলসা গাহের প্রবেশের জন্য সুদৃশ্য তোরন নির্মাণ, গেটের সাইন বোর্ড তৈরী, ১৫০০ বাল্‌ব সমন্বিত ব্যাপক আলোক সজ্জার আয়োজন করা, মাইকের বন্দোবস্ত করা, দর্শকদের বসার জন্য ২০০০ চেয়ার সরবরাহ করা, দারুত তবলীগের দালান সমূহ ও মসজিদের চুন কাম করা, ইত্যাদি সমুদয় কার্য অতি সুন্দর মিত-ব্যয়িতার সাথে সুসম্পন্ন করেন, এ ছাড়া রান্নার জন্য কতিপয় ডেগ, খাওয়ার জন্য ৭০০ প্লেট প্রভৃতি তিনি সরবরাহ করেন।

এই সমূহ কার্য মাত্র দশ হাজার টাকায় সুসম্পন্ন করা হয়। এই সমুদয় ব্যবস্থা ১৫দিন ধরিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। আল্লাহ্-তায়ালা তাহাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহ্‌মদ সাহেব, নাযের দাওয়াত ও তবলীগ (কাদিয়ান) জলসায় যোগদান কারী এবং জলসার কামিয়াবীর জন্য সর্ব প্রকারে সাহায্যকারী দিগকে সালাম ও মোবারকবাদ জানাইয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্য কল্যাণ কামনা করিয়া খাসভাবে দোয়া করিয়াছেন। —বাঃ আঃ আঃ

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্টকান জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত; বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে, পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.